তারিখ ..08 FEB 1990..
পৃষ্ঠা.....7.....কলাম...৬...

দৈনিক বাংলা

7

৩৫

বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিল পাস

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণে একটি ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যে গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে একটি বিল সর্ব-

(শেষ পৃঃ ৮–এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী (প্রথম পৃঃ পর)

সম্মতিক্রমে পাস হয় এবং ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন (সংশোধনী) ১৯৯০ নামে একটি বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন–১৯৯০' শীর্ষক বিলটি সকালের অধিবেশনে উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম।

বিলটি জনমত যাচাই ও স্থায়ী কমিটিতে পাঠনোর দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলের সদস্য শাজাহান সিরাজ, মোখতার হোসেন, নুরুদ্দিন ও আবদুল মতিন মিয়া। তাদের দাবী কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

বিলটির পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন যে, আগামী দিনে সরকার আসবে, সরকার যাবে কিন্তু দেশ ও জাতির ইতিহাস প্রেসিডেন্ট এরশাদের এই জনকল্যাণ-মূলক কাজটি স্মরণে রাখবে। শিক্ষক-দের মন থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কোন দিনই বিস্মৃত হবেন না।

বিলটি পাস হওয়ার পর যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষক–কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করার কথা। এতে প্রেসিডেন্টের এক কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদানের কথা উল্লেখ করে সংসদ নেতা বলেন, বিন্দু থেকে সিন্ধুর সৃষ্টি হয়। আজ আইন পাসের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়ার শুরু হল তা একদিন ফুলে-ফলে ভরে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ৮৮ সালের ১৫ই জুলাই বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশ-নের সমাবেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উক্ত মঞ্জুরী দিয়ে যে ট্রাস্ট গঠনের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন তা এই আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে।

বিলটি আনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের ৭০% সরকার বহন করে এবং চলতি আর্থিক বছর হতে অতিরিক্ত ১০% মহার্ঘভাতা বহন করছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের এই ধরনের কোন সুবিধা নেই। তাদেরও এই ধরনের সুবিধা প্রদান করলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

ট্রাস্টের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে – বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে অবসর গ্রহণের পর অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান, চাকরিরত অবস্থায় অক্ষম হয়ে পড়লে বা গুরুতর ও দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে তাদের এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে তাদের পরি-বারকে সাহায্য প্রদান এবং সাধারণ-ভাবে কল্যাণ সাধন।

ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন (সংশোধন) ১৯৯০ বিলটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় রাত সোয়া নয়টায়।

বিলটির জনমত যাচাই, সংশোধনী ও স্থায়ী কমিটি প্রেরণ সম্পর্কে আজ (বৃহস্পতিবার) আলোচনা হবে।